দরসে হাদীস

হজ প্রসঙ্গে

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

উচ্চারণ: 'আন্ আবী হুরায়রাতা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ক্বা-লা খাতাবানা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা ফাক্বা-লা ইয়া আইয়্যুহান্নাস ক্বদ ফারাদ্বা 'আলায়কুমুল্ হাজ্জ্বা ফাহুজ্জু ফাক্বা-লা রাজুলুন্ আকাল্লা 'আ-মিন্ ইয়া রাসূলাল্লাহি ফাসাকাতা হাত্তা ক্বা-লাহা ছালা-ছান্ ফাক্বা-লা লাও ক্বুল্তু না'আম্ লাওয়াজাবাত্ ওয়া লাম্মাস্তাতা'তুম্ ছুম্মা ক্বা-লা যারু-নি মা তারাক্তুকুম্ ফাইন্নামা হালাকা মান্ কানা ক্বব্লাকুম্ বিকাছরাতি সুওয়ালিহিম্ ওয়া ইখতিলাফিহিম্ 'আলা আম্বিয়াইহিম ফা-ইযা আমার্তুকুম বিশায়ইন্ ফা-তু- মিন্হু মাস্তাতা'তুম্ ওয়া ইযা নাহায়তুকুম্ 'আন্ শায়ইন্ ফাদা'উহু। [রাওয়াহু মুসলিম]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياايها الناس قدفرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكُلَّ عَامٍ يَارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذرونى ماتركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شئ فدعوه - (رواه مسلم)

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি এরশাদ করেন, হে মানব মণ্ডলী, তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করা হয়েছে। কাজেই তোমরা হজ পালন কর। এক ব্যক্তি আরয করলেন, (আক্বরা ইবনে হাবিস) ইয়া রাসূলাল্লাহ্ প্রতি বৎসরই কি আমাদের উপর হজ পালন করা ফরয? প্রশ্ন শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নীরবতা অবলম্বন করলেন। লোকটি তিনবার প্রশ্ন করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা প্রশ্নের উত্তরে আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে প্রতি বৎসর হজ পালন করা ওয়াজিব হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালনে সক্ষম হতে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমাকে (যতটুকু বলেছি ততটুকু পর্যন্ত) রেখে দাও। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি তাদের নবীগণকে অধিক মাত্রায় প্রশ্ন করা এবং পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ করব তখন তোমরা তা সাধ্যানুসারে পালন করবে। আর যখন কোন বিষয়ে নিষেধ করব তখন তা বর্জন করবে। [মুসিলম শরীফ]

রাভী পরিচিতি

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র পরিচিতি মাসিক তরজুমান: শা'বান: ১৪৩৬ হিজরি সংখ্যাসহ পূর্বের অনেক সংখ্যায় বহুবার বর্ণনা করা হয়েছে। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ৭ম হিজরিতে খায়বরের যুদ্ধের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরি ৫৭/৫৮/৫৯ সনে ৭৮ বছর বয়সে তিনি মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫,৩৭৪ টি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হজ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। আর্থিক ও শারীরিক ইত্যাদি দিক থেকে সামর্থবানদের উপর জীবনে একবার হজ পালন করা ফরয। হজ অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করা। শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরিয়তের বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টস্থান তথা বায়তুল্লাহ্ শরীফ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করার সংকল্প করাকে হজ বলা হয়।

[ফাতওয়ে শামী: ২য় খণ্ড]

হজের বিধান ক্বোরআন-সুন্নাহ্ কর্তৃক অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এর ফরজিয়ত অস্বীকার করা কুফরী। অধিকাংশ আলেমের গ্রহণযোগ্য মতানুসারে নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ ফরয করা হয়েছে।

বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্র নীরবতা সত্ত্বেও প্রশ্নকর্তার প্রতি তার অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

দরসে হাদীস

হাদীসে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহর বাণী- لوقلت نعم لوجبت (যদি আমি হ্যাঁ বলে ফেলতাম তবে তা ওয়াজিব হয়ে যেতো) এ অংশ দ্বারা ইসলামী শরিয়তে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কর্তৃত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শরিয়তের বিধি-বিধান প্রবর্তনের দায়-দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ্র উপর সোপর্দকৃত ছিল। তিনি যা বলতেন তা শরিয়তের বিধানে পরিণত হত।

উল্লেখ্য, ইসলাম নামধারী ভ্রান্ত মতবাদীরা যারা শরিয়তে রাসূলে পাকের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে নারাজ এবং রাসূলুল্লাহ্ সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করে থাকে যে, শরিয়তে ফরয-ওয়াজিব করার কোন এখতিয়ার রাসূলুল্লাহর নেই, (নাউজুবিল্লাহ্) তারা বর্ণিত হাদীসের কি ব্যাখ্যা দেবেন?

হজের ফজিলত

হজের ফজিলত ও গুরুত্ব অপরিসীম, বোখারী ও মুসলিম শরীফে এরশাদ হয়েছে-

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج للهِ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه- (متفق عليه)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ করল, হজের কার্যাবলী আদায়কালে স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকল ও গুনাহের কাজ করল না সে হজ পালন শেষে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিস্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

হজ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

১. মুসলমান হওয়া, ২. জ্ঞানবান হওয়া, ৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, ৪. স্বাধীন হওয়া, ৫. আর্থিকভাবে সক্ষম হওয়া, ৬. হজ ফরয হওয়ার ইলম থাকা, ৭. হজের সময় হওয়া।

[শামী: ২য় খণ্ড]

হজ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

১.শারীরিক সুস্থতা, ২. যাতায়ত নিরাপদ হওয়া, ৩. আযাদ হওয়া, ৪. মহিলাদের সঙ্গে স্বামী অথবা মুহরিম (যাদের বিয়ে করা হারাম) ব্যক্তি সঙ্গে থাকা।

হজের ফরয

১. হজের নিয়তে ইহরাম পরিধান করা, ২, আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, অর্থাৎ ৯ যিলহজ সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে ১০ যিলহজ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় এক মূহূর্তের জন্য হলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। ৩. তাওয়াফে যিয়ারত বা ফরয তাওয়াফ করা। ১০ যিলহজ কুরবানি করার পর হতে ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় এ তাওয়াফ করা যায়। উপরিউক্ত ফরয তিনটির একটিও বাদ পড়লে হজ সহীহ বা শুদ্ধ হবে না। দম বা কুরবানি দ্বারাও এর ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হজের ওয়াজিব

১. সাফা মারওয়া সায়ী করা, ২. ৯ যিলহজ দিবাগত রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করা, ৩. জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা। ৪. কুরবানি করা, ৫. মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাঁটানো, ৬. তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ করা।